



127851 - ঈদরে নামাযরে আগে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দয়োর বধিান

প্রশ্ন

ঈদরে নামাযরে আগে লোকেরো সম্মলিতিভাবে তাকবীর দনে। ঈদরে নামাযরে ক্ষত্রেএ এটা কবিদিআত; নাকি শরয়িতসম্মত? যদি এটা বিদিআত হয় তাহলে কারো ককিরা উচতি? সএ কনামায শুরু হওয়ার আগ পরযন্ত ঈদগাহ থকে বাহরিে গয়িে অবস্থান করবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ঈদরে সময় তাকবীর দয়ো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে সাব্যস্ত সুন্নত। তাকবীর দয়ো অন্য সকল ইবাদতরে মত একটা ইবাদত। এ ইবাদত পালনরে ক্ষত্রেএ ঠকি যভাবে করতে বলা হয়ছে এরে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অপরহিরয; পদ্ধতির মধ্যে নতুন কিছু চালু করা নাজায়যে। বরং হাদসি ও আছারে যা করতে বলা হয়ছে এরে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

আমাদরে ফকাহবিদি আলমেগণ বর্তমান যামানার সম্মলিতি তাকবীর নয়িে চিন্তা-ভাবনা করে তারা এরে সপক্ষে দললিারে সমর্থন পাননি বিধায় এটাকে বিদিআত ফতোয়া দয়িছেনে। কারণ যএ কোন ইবাদত নতুনভাবে চালু করা কথিবা কোন ইবাদতরে পদ্ধতি ও বশিষ্টিয়রে মধ্যে নতুনত্ব আনা নিন্দতি বিদিআত হিসাবে গণ্য এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বানী: "যএ ব্যক্তি আমাদরে এ বিষয়রে মধ্যে (ধর্মরে মধ্যে) নতুন কিছু চালু করে যা তাতে নইে সটো প্রত্যাখ্যাত"। [সহি মুসলমি (১৭১৮)]

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি (রহঃ) বলেন:

"মসজদিে হারামযে যএ তাকবীর দয়োর প্রচলন ছিল সটো হছে□ এক বা একাধকি ব্যক্তি যমযম পানরি ছাউনরি বসে তাকবীর দতিনে এবং মসজদিে অবস্থতি অন্য লোকেরো তাদরে সাথে সাড়া দতি। তখন শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) এই পদ্ধতিতে তাকবীর দয়োর বরিোধতি করলনে এবং বললনে: এটা বিদিআত। শাইখরে উদ্দেশ্য হছে□ এই বিশিষে পদ্ধতিটা বিদিআত। তাকবীর দয়ো বিদিআত নয়। তখন মক্কার কিছু সাধারণ লোক এতে ক্ষুব্দ হল। কনেনা তারা এভাবে তাকবীর দতিে অভ্যস্ত ছিল। এ কারণে তনি এই ফ্যাকসটি পাঠয়িছেলিনে যএ, এ পদ্ধতিতে তাকবীর দয়োর কোন দললি আমি জাননি। কটে যদি এ পদ্ধতিতে তাকবীর দয়োকএ শরয়িতসম্মত দাবী করনে তাহলে তার কর্তব্য দললি-প্রমাণ পশে করা। যদিও এটা একটা



মামুলি মাসয়ালা। এ মাসয়ালাকে নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা কাম্ব্য ছিল না।"[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াল আললামা মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিমি (৩/১২৭, ১২৮)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বলি আলামীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবয়্যিনি মুহাম্মদ, ওয়া আলা আলহি ওয়া আসহাবহি আজমাঈন; পর সমাচার:

সম্মানতি ভাই শাইখ আহমাদ বনি মুহাম্মদ জামাল (আল্লাহ্ তাকে তাঁর সন্তুষ্টমূলক কাজেরে তাওফিক দনি) একটি স্থানীয় পত্রিকায় ঈদরে নামাযের আগে সম্মিলিতভাবে তাকবীরকে বদিআত গণ্য করে মসজদিগুলোতে সেটো নষিদি করার বিষয়টির প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা আমি পড়ছি। শাইখ আহমাদ সে প্রবন্ধে দলিল পশে করার চেষ্টা করছেন যে, সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়ো বদিআত নয়; এ তাকবীর দতি বাধা দেওয়া জায়যে হবে না। কিছু কিছু লেখক শাইখ আহমাদরে মতকে সমর্থন করছেন। যারা প্রকৃত বিষয়টি জানে না, তাদের কাছে ধোঁয়াশা থেকে যাওয়ার আশংকা থেকে আমরা এ বিষয়টি পরিস্কার করতে চাই। চাঁদ রাত, ঈদুল ফতিররে নামাযের আগে, যলিহজ্জ মাসরে প্রথম দশকে ও তাশরকিরে দনিগুলোতে তাকবীর দয়োর মূল বধিান হলো এটি এ মহান সময়গুলোতে শরয়িতসম্মত এবং এ আমলরে রয়েছে মহান ফযলিত। আল্লাহ্ তাআলা ঈদুল ফতিরের সময় তাকবীর দয়ো সম্পর্কে বলেন: "তনি চান- তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তনি যবে, তোমাদেরকে দকি-নরিদশেনা দয়িছেন সে জন্য 'তাকবির' উচ্চারণ কর (আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর)। আর যাতে তোমরা শোকের কর।"[সূরা বাকারা ২: ১৮৫] যলিহজ্জেরে দশদিনে তাকবীর দয়ো সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন "যাতে তারা তাদের কল্যাণরে স্থানগুলোতে উপস্থতি হতে পারে। এবং তনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা কিছু রযিকি হিসাবে দয়িছেন সেগুলোর উপর নরিদশিট কিছু দিনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।"[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] তনি আরও বলেন: "গুটি কয়কে দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর..."[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩]

নরিদশিট কিছু দিনে ও গুটি কয়কে দিনে শরয়িত অনুমোদতি যকিরিরে মধ্যযে রয়েছে সাধারণ তাকবীর ও বিশেষ তাকবীর। যমেনটি পবতির সুন্নাহ-তে ও সালাফদের আমলে পাওয়া যায়। শরয়িত অনুমোদতি এ যকিরিরে পদ্ধতি হল: প্রত্যকে মুসলমি নজিে নজিে একাকী উচ্চস্বরে তাকবীর দবিনে যাতে করে অন্যরোও শুনতে পয়ে তাকে অনুসরণ করে এবং তাদেরকে স্মরণ করয়ে দবিনে। পক্ষান্তরে, সম্মিলিত বদিআতী তাকবীর হল দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি সমস্বরে তাকবীর দেওয়া; একই সুরে সবাই একত্রে শুরু করা ও একত্রে শেষ করা।

এ আমলরে কোন ভিত্তি নই ও দলিল নই। তাকবীররে এ পদ্ধতিটি বদিআত; এর সপক্ষে আল্লাহ্ কোন দলিল নাযলি করেননি। যবে ব্যক্তি এমন পদ্ধতির তাকবীরকে অস্বীকার করনে তনি ইক্বপন্থী। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যবে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদরে অনুমোদন নই সেটো প্রত্যাখ্যাত।"[সহি মুসলমি]



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "তোমরা নব-প্রবর্ততি বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকবে। কারণ প্রত্যকে নব-প্রবর্ততি বিষয় বদিআত। প্রত্যকে বদিআতই ভ্রান্তি।" সম্মিলিত তাকবীর হচ্ছে নব-প্রবর্ততি বিষয়। সুতরাং তা বদিআত। মানুষের কোন কাজ যখন পবিত্র শরিয়ত বরোধী হয় তখন তাতে বাধা দেওয়া ও এর বরোধিতা করা ওয়াজবি। কেননা ইবাদতগুলো হচ্ছে তাওক্‌ফি; অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দলিলেরে বাইরে কোন বিধান আরোপ করা যাবে না। আর মানুষের উক্তি বা দৃষ্টিভিঙগি যদি শরিয়ত দলিলেরে বরোধী হয় তাহলে সটো কোন দলিল হতে পারে না। অনুরূপভাবে 'মাসালহি মুরসালাহ' এর দ্বারা কোন ইবাদত সাব্যস্ত হয় না। বরং ইবাদত সাব্যস্ত হয় সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ বা অকাট্য ইজমা এর দলিলেরে ভিত্তিতে।

শরিয়তসম্মত হচ্ছে শরিয়ত দলিলেরে ভিত্তিতে সাব্যস্ত শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে তাকবীর দেওয়া; আর তা হল ব্যক্তিগতভাবে তাকবীর দেওয়া।

সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেওয়া থেকে বারণ করছেন সটোদি আরবেরে প্রাক্তন গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিমি (রহঃ) এবং তিনি এ বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেয়াকে বারণ করে আমার পক্ষ থেকেও একাধিক ফতোয়া ইস্যু হয়েছে এবং এটাকে বারণ করে সটোদি আরবেরে ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির পক্ষ থেকেও ফতোয়া ইস্যু হয়েছে।

শাইখ হুমুদ বনি আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজরি (রহঃ) সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেওয়া থেকে নিষেধ করে একটা পুস্তকি রচনা করছেন। সটো ছাপা হয়েছে ও সুন্দর। এ পুস্তকিতে সম্মিলিতভাবে তাকবীর গ্রহণ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

শাইখ আহমাদ ভাই মীনাতে সকল মানুষের উপস্থিতিতে উমর (রাঃ) কর্তৃক এ আমল করার যে দলিল দিয়েছেন সটো দলিল নয়। কেননা মীনাতে উমর (রাঃ) এর আমল কথিবা অন্যান্য মানুষের আমল সম্মিলিত তাকবীর নয়। বরং সটো শরিয়ত অনুমোদিত তাকবীর। কারণ উমর (রাঃ) সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে ও মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে তখন লোকেরোও তাকবীর দতি। প্রত্যকেই নিজেরে মত তাকবীর দতি। এতে এমন কিছু ছিল না যে, লোকেরো উমর (রাঃ) এর সাথে একত্রে শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত একই সুরে উচ্চস্বরে তাকবীর দতি; যমেনটা বর্তমানে সম্মিলিত তাকবীর দেওয়ার ক্ষেত্রে করা হয়। অন্যান্য সলফে সালহীন থেকেও তাকবীরেরে ক্ষেত্রে যা বর্ণনা করা হয় তারা সকলে শরিয়ত পদ্ধতিতেই তাকবীর দতিনে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত দাবী করবে তার কর্তব্য হল দলিল উল্লেখ করা। অনুরূপভাবে ঈদরে নামাযেরে জন্য আহ্বান, তারাবীর আহ্বান, কয়ামুল লাইলরে আহ্বান, বতিরিরে আহ্বান ইত্যাদি প্রত্যকেটা বদিআত; যগুলেরে পক্ষে কোন দলিল নই। আমরা এমন কোন আলমে জানি না যনি বলছেন যে, ভিন্ন ধরণেরে কিছু ভাষ্যে আহ্বান রয়েছে (তনি বলতে চাচ্ছেন সুন্নাতে উদ্ধৃত)। যদি কেউ এমন কিছু দাবী করে তার কর্তব্য হল দলিল উল্লেখ করা। মূল অবস্থা হল দলিল না থাকা। অতএব, কুরআন, সহহি সুন্নাহ ও আলমেগণেরে ইজমা ব্যতিরেকে কোন বাচনিক



ইবাদত বা কর্মগত ইবাদত চালু করা জায়যে নয়; যমেনটি ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে। এ কারণে যে শরিয়তের সাধারণ দলিল নতুন প্রবর্তন থেকে বারণ করে ও সাবধান করে। যমেন আল্লাহ তাআলা বলেন: "এদের কি এমন কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে যারা এদের জন্য বখান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ এদেরকে দেননি?" [সূরা শূরা, ৪২:২১] এছাড়াও রয়েছে এ আলোচনার শুরুতে উল্লেখিত হাদিসদ্বয়। এর আরও রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী: "যে ব্যক্তি আমাদের এ বিষয়ের মধ্যে (ধর্মের মধ্যে) নতুন কিছু প্রবর্তন করে যা তাতে নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।" [সহি বুখারী ও সহি মুসলিম] এবং জুমার খোতবাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী: "পর সমাচার, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। সর্বনকিষ্ট বিষয় হচ্ছে নব-প্রবর্তিত বিষয়গুলো। আর প্রত্যেকেই নব-প্রবর্তিত বিষয় গোমরাহী।" [সহি মুসলিম এবং এ অর্থবোধক হাদিস ও আছার অনকে] [সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৩/২০-২৩)]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে (৮/৩১০) এসছে যে, "প্রত্যেকে নিজের নিজের উচ্চস্বরে তাকবীর দবিরে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়োগ সাব্যস্ত হয়নি। অথচ তিনি বলছেন: "যে ব্যক্তি এমন কনেন আমল করে যাত আমাদরে অনুমোদন নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।"

স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে (৮/৩১১) আরও এসছে যে

"একই সুরে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়োগ শরিয়তসম্মত নয়; বরং বদিআত। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি এমন কনেন আমল করে যাত আমাদরে অনুমোদন নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।" সাহাবী, তাবয়ী, তাব-তাবয়ীগণ তথা সলফে সালহীনদের কটে এটি করনেনি। তাঁরাই হচ্ছেন আদর্শ। আমাদরে কর্তব্য হল অনুসরণ করা; অভনিব কিছু চালু করা নয়।" [সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে (২৪/২৬৯) আরও এসছে যে, "সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়োগ বদিআত। কনেনা এর পক্ষে কনেন দলিল নাই। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি এমন কনেন আমল করে যাত আমাদরে অনুমোদন নাই সটো প্রত্যাখ্যাত।" উমর (রাঃ) যা করছেন তাতে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়োগের পক্ষে কনেন দলিল নাই। বরং তাতে রয়েছে যে, উমর (রাঃ) নিজের তাকবীর দতিনে এবং তাঁর তাকবীর দয়োগ শুনলে লোকরোও তাকবীর দতি। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে তাকবীর দতি। তারা সম্মিলিতভাবে তাকবীর দতি না।" [সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে (২/২৩৬, দ্বিতীয় ভলডিম) আরও এসছে যে,

"একই সুরে সম্মিলিতভাবে তাকবীর দয়োগ সটো নামায়ের শেষে হোক কিংবা নামায় ছাড়া অন্য সময়ে হোক শরিয়তসম্মত



নয়। বরং সটো ধর্মেরে মধ্যে অভনিব বদিআত। শরয়িতসদিধ হচ্ছো বশো বশো আল্লাহর যকিরি করা তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া, 'তাসবহি' পড়া, 'তাকবীর' বলা, কুরআন তলোওয়াত করা, বশো বশো 'ইস্তগিফার' করা; তবে সম্মলিতিভাবে নয়। সটো আল্লাহর এ বাণীর নরিদশে পালনার্থে: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বশো করে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পড়"। [সূরা আহযাব, ৩৩: ৪১-৪২] এবং এ বাণীর নরিদশে পালন করে: "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব"। [সূরা বাক্বারা, ২: ১৫২] এবং যকিরিরে প্রতি উৎসাহদানকারী এ হাদিসেরে উপর আমল করে: "আমি 'সুবহানাল্লাহ' বলা, 'আল্-হামদু লিল্লাহ' বলা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, 'আল্লাহু আকবার' বলা যা কছির উপর সূর্য উদতি হয়ছে সেসব কছির চয়েও আমার কাছে অধিক প্রয়ি"। [সহহি মুসলমি] এবং এ হাদিসেরে উপর আমল করে: "যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ ওয়াবাহি হামদহি' একশ বার বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে; এমনকি তার গুনাহ যদি সমুদ্রেরে ফনো পরমাণ হয় তবুও"। [সহহি মুসলমি ও সুনানে তরিমযি; ভাষ্য তরিমযিরি] এবং এ উম্মতেরে পূর্বসূরদিরে অনুকরণে। যহেতে তাঁদেরে কাছ থেকে এভাবে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দয়োর বর্ণনা আসনে। এভাবে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দিয়ে বদিআতপন্থী ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারীরা। অথচ যকিরি একটা ইবাদত। ইবাদতেরে ক্ষতেরে মূলনীতি হল তাওকীফ তথা শরয়িতপ্রণতো যে নরিদশে দয়িছনে সটোর সীমানাত থেমে যাওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে ধর্মীয় বিষয়ে অভনিব কছির প্রবর্তন করা থেকে সাবধান করছনে। তিনি বলছনে: "যে ব্যক্তি আমাদরে এই বিষয়েরে মধ্যে (ধর্মেরে মধ্যে) এমন কছির চালু করে যা তাতে নহে সটো প্রত্যাখ্যাত"। [সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।